৩৪. উদ্ভ্রান্ত প্রেম

রবি ঠাকুরের উজ্জয়িনী পুরের প্রাসাদের মন্দিরের বেদীতে
শরৎ সাহিত্যের পার্বতী-দেবদাসের প্রেমের অমর
আখ্যান লিপির মতো আজ নেই সেই প্রকৃত প্রেম অশ্রুজল।
এখন কলেজ কিংবা বিশ্ব বিদ্যালয় বা পার্কের পাশে
নগ্ন সভ্যতার প্রকাশে শুরু হয় প্রকাশ্যে দিবালোকে
খুন হয় হৃদয় দেয়া-নেয়ার বিবস্ত্র ললনার অস্ত্র রক্তপাত।
নিঃস্তব্ধ প্রহরে অতৃপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করতে উদ্ধত
ত্রিবেনী নদীর ঘোলা স্রোতের টানে পরাজিত কালো হাত
ইংরেজ সভ্যতার আত্মৎসাতে পটু যুবক-যুবতী।
প্রেম নয় কামের সে ঘোলাজলে চিৎ হয়ে ভাসে ষোড়শ-ষোড়শী
তাদের ক্ষনিক বসন্তের মিলনে ডাষ্টবিনে পড়ে থাকে জীবন্ত শিশু
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অঙ্গীকার কে করে তিরস্কার।
পথিক যখন পথ ভুলে লক্ষ্য সাগরের জাহাজকে করে বানচাল
স্বপ্নের আদিম নিয়মে যুগল ভেঙ্গে বিবস্ত্রে জেগে থাকে সারারাত
কি দোষ এ নব জাতকের যাকে রাতের আঁধারে অর্ধাংশ খেয়ে যায় শেয়ালে।
সভ্যতার দোষ দিয়ে ডেকে দেয় প্রজ্বলিত শিখার পতঙ্গের মতো
এ তো প্রেম নয়;
এ যেন পাপাচারে পরিপূর্ন নগ্নতা ভরা উদ্ভান্ত প্রেম।